নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৮৩

তারিখঃ ০৬ পৌষ ১৪২৭
২১ ডিসেম্বর ২০২০

পরিপত্র-৯

বিষয়ঃ পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে পৌরসভার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে অতিরিক্ত প্রতীক, নির্বাচনি দ্রব্যাদি বিতরণ, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার, কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিবরণী ফরম প্রস্তুত, ভোটদান পদ্ধতি, ভোটদানের পরবর্তী করণীয় ইত্যাদি প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে সারা দেশে ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ও দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভায় ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এবং তৃতীয় ধাপে ৬৪ টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে তফসিল ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট পৌরসভা নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে একাধিক ধাপে ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনি দ্রব্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, ভোটকেন্দ্রে প্রেরণ এবং ভোটগ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্র হতে সিলগালাকৃত কাগজপত্র ও নির্বাচনি দ্রব্যাদি ট্রেজারিতে সংরক্ষণের বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। ইভিএমসহ বিভিন্ন নির্বাচনি দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। ইভিএমসহ বিভিন্ন নির্বাচনি দ্রব্যাদি জেলা পর্যায়ে পৌঁছানোর পর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পৌরসভার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর প্রতি আপনাকে দৃষ্টি রাখতে হবে:

০২। **অতিরিক্ত প্রতীক**: ইতঃপূর্বে জারীকৃত পরিপত্র-৫ এ বর্ণিত অতিরিক্ত প্রতীক প্রদানের জন্য আপনাকে এই তালিকা সরবরাহ করা হচ্ছে। নির্ধারিত প্রতীকের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসারকে প্রতীক বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে যদি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর অধিক, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর অধিক এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর অধিক হয়, তাহলে প্রতীক বরাদ্দের জন্য আরও অতিরিক্ত প্রতীকের প্রয়োজন হবে। এইরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিধিমালার ১৯ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মেয়র পদের জন্য, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে অতিরিক্ত প্রতীকসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	পদের নাম	প্রার্থীদের প্রতীকসমূহ			
১।	মেয়র (স্বতন্ত্র)	**প্রথম তালিকা**			
		১	মোটর সাইকেল	৪	কাপ-পিরিচ
		২	ক্রিকেট ব্যাট	৫	টেবিল
		৩	বালতি	৬	ইলিশ মাছ
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	টেবিল ঘড়ি	৩	মোরগ
		২	দোয়াত কলম		
২।	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	**প্রথম তালিকা**			
		১	হেলিকপ্টার	৪	বৈদ্যুতিক পাখা
		২	বই	৫	ক্যামেরা
		৩	ফুটবল		
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	মোড়া	৩	টিয়া পাখি
		২	পদ্মফুল	৪	পানপাতা

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৩।	সাধারণ আসনের কাউন্সিলর	**প্রথম তালিকা**			
		১	তবলা	৪	একতারা
		২	বাঁশি	৫	মাইক
		৩	নোঙ্গর	৬	টিউব ওয়েল
		দ্বিতীয় তালিকা			
		১	প্রদীপ	৩	চিংড়ি
		২	তালা	৪	ডিশ এন্টেনা

০৩। **মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচনি প্রতীকের অতিরিক্ত তালিকা:** মেয়র পদে নির্বাচনের অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের নিয়ামাবলী নিম্নরূপভাবে অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ১৮ পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ১নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে; এবং

খ) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ এর উর্দ্ধে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ২নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

০৪। **সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনি প্রতীকের অতিরিক্ত তালিকা:** সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের নিয়ামাবলী নিম্নরূপভাবে অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১০ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ১৫ পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ১নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে; এবং

খ) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৫ এর উর্দ্ধে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ২নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

০৫। **সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনি প্রতীকের অতিরিক্ত তালিকা:** সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দের নিয়ামাবলী নিম্নরূপভাবে অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২ এর উর্দ্ধে, কিন্তু ১৮ পর্যন্ত, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ১নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে; এবং

খ) যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ এর উর্দ্ধে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতীকের নির্ধারিত ২নং তালিকা হতে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

০৬। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ:**

(ক) যদি পৌরসভার মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপবিধি (১)(ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত দশ দিন পূর্বে বিধি ২২ এর উপবিধি (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করবেন।

(খ) রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নাম এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম ''চ'' অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করবেন। উল্লেখ্য, উক্ত তালিকা ফরম 'চ' অনুসারে কম্পিউটারে প্রস্তুত করতে হবে।

(গ) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্টকে ফরম-''চ'' অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার অনুলিপি সরবরাহ করবেন। উক্ত তালিকায় ভোটগ্রহণের তারিখ ও ভোটগ্রহণের সময়সীমাও উল্লেখ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরিত ফরম-চ এর উপরের ডানদিকের কোণায় অবশ্যই ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

০৭। **ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত নির্বাচনি দ্রব্যাদি:** ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রে যে সমস্ত ফরম, প্যাকেট, ব্যালট পেপার ও অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী প্রয়োজন হবে তার তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসংগে আপনাকে স্মরণ করানো

যাচ্ছে যে, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে নির্বাচনি সামগ্রী সরবরাহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনি সামগ্রী ভোটকেন্দ্রে সরবরাহের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ যাতে নির্বাচনি সামগ্রী যথাযথভাবে গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান সেই বিষয়ে আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৮। **ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি বিভিন্ন দ্রবাদি সরবরাহ:** যে সমস্ত নির্বাচনি সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে ব্যবহার করবেন তাদের বিবরণী পুনরায় এই পরিপত্রের পরিশিষ্ট 'ক' -এ উল্লেখ করা হলো। নির্বাচনে ব্যবহৃতব্য ব্যালট পেপার, ফরম, প্যাকেট ও অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী গ্রহণ ও ভোটকেন্দ্রে পরিবহনের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং উপযুক্ত ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ ব্যালট পেপার ও অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

০৯। **ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২, ফরম-ঠ, ঠ-১ ও ঠ-২ প্রস্তুত প্রসংগে:** পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রয়োজনীয় সকল ফরম, প্যাকেট, ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সরবরাহ করা হবে। নির্বাচনে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিবরণী ফরম এবং উক্ত ৩টি পদের একীভূত ফলাফল বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সরবরাহ করা হবে না। উক্ত ফরমগুলি আপনি নির্বাচন বিধিমালার তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২ এর নমুনানুসারে পৌরসভার নাম, ওয়ার্ড নম্বর, উপজেলার নাম, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসারকে সরবরাহ করবেন। একইভাবে ফলাফল একত্রীভূত বিবরণী ফরম-ঠ, ঠ-১ ও ঠ-২ কম্পিউটারে প্রস্তুত করে ফলাফল একীভূত করতে হবে।

১০। **ব্যালট পেপার যাচাইকরণ:** ব্যালট পেপারে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্ধারিত নির্বাচনি প্রতীক যাচাই করবেন। কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করে সংশোধন করে নিতে হবে। এই বিষয়ে আপনাকে আরও স্মরণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে যে, ব্যালট পেপার ও অন্যান্য ফরম, প্যাকেট এবং নির্বাচনি সামগ্রী সংগ্রহের সময় ভোটকেন্দ্রের চাহিদা অনুসারে যাচাই করে নিবেন।

১১। **ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন ধরণের সীলের সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা:** ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে। সকল পর্যায়ে যাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল এবং অফিসিয়াল সীলের কোড নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

১২। **ভোটকক্ষে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ:** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ২৮ বিধি অনুসারে প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত একটি স্বচছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ করবেন। ভোটারের আধিক্যের কারণে অতিরিক্ত ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হলে আপনি সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিস হতে তা সংগ্রহ করবেন। অর্থাৎ আপনি প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে যতটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন ততটি স্বচছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি ভোটকেন্দ্রে/ভোটকক্ষে কয়টি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ করা হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করে নিবেন। সেই সংগে তাকে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন যে, প্রতিটি ভোটকক্ষে একই সংগে একটির বেশী স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ভোটগ্রহণের জন্য সরবরাহ করা যাবে না। তবে ভোট প্রদানের ফলে কোন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স পূর্ণ হলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটকক্ষের জন্য আরেকটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ করবেন।

১৩। **ব্যালট বাক্স সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/এজেন্টদের নিশ্চিত হওয়া:** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ২৮ বিধির ৩ উপ-বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত আধ ঘন্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খালি রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে প্রদর্শনের পর এজেন্টগণ ব্যালট বাক্সের নম্বর ও সীল নম্বর লিখে রাখার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে সীল/লক করিয়া স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি এমন স্থানে রাখবেন যাতে সেটি উপস্থিত প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌঁছাতে পারেন।

১৪। **পোলিং এজেন্ট বা নির্বাচনি এজেন্টের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ:** প্রিজাইডিং অফিসার ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। প্রিজাইডিং অফিসারও নির্বাচনি কার্যক্রমের প্রয়োজন ব্যতিরেকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। বিষয়টি আপনি সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিবেন।

১৫। **ভোটারগণকে ব্যালট পেপার প্রদান:** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৩৩ বিধি অনুসারে ভোটকেন্দ্রে কোন ভোটার ভোট দিতে উপস্থিত হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাকে মেয়র নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য একটি এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য একটি মোট তিনটি ব্যালট পেপার দিবেন। এই প্রসংগে আপনাকে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য যে সংখ্যক ভোটার নির্ধারণ করা হয়েছে, তিন প্রকারের তত সংখ্যক ব্যালট পেপার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে আপনি সরবরাহ করবেন। অনুরূপভাবে

প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটার সংখ্যা যত, ততটি ব্যালট পেপার কেন্দ্রের জন্য মজুদ এর বিষয়ে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আপনি প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে নির্দেশ দিবেন।

১৬। **অফিসিয়াল সীলের কোডমার্ক সংরক্ষণ:** প্রত্যেক অফিসিয়াল সীলমোহরে পৃথক পৃথক গোপনীয় নিরাপত্তামূলক চিহ্ন (কোড মার্ক) রয়েছে। যে ভোটকেন্দ্রে যে গোপনীয় নিরাপত্তামূলক চিহ্ন সম্বলিত সীলমোহর বরাদ্দ করা হয়েছে তা সনাক্ত করার জন্য এবং নিরাপত্তার সুবিধার্থে আপনাকে প্রত্যেক সীলমোহরের নমুনা গোপনীয়ভাবে সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সকল গোপনীয় নিরাপত্তামূলক চিহ্ন সম্বলিত সীলমোহর ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক বিতরণের হার এবং ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক কোড নম্বরসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য আপনাকে একটি গোপনীয় রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে এবং রেজিস্টারটি আপনাকে নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭। **ভোটার তালিকা ও ব্যালট বাক্স উপযোগীকরণ:** ভোটগ্রহণের জন্য আপনি আপনার পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হালনাগাদকৃত ছবিসহ ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করবেন। জেলা নির্বাচন অফিসারগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত স্বচ্ছ ব্যলট বাক্সগুলি সীলসহ ভোটগ্রহণের উপযোগী করে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করার নিশ্চয়তাও বিধান করবেন।

১৮। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা ব্যাপকভাবে প্রচার:** পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রের তালিকাটি আপনি স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ব্যাপকভাবে প্রচার করবেন। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রের তালিকার ভিত্তিতে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

১৯। **ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহার:** ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য সরকারি গেজেটে প্রকাশিত যে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক/স্বত্তাধিকারী/প্রধানদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠান ব্যবহার এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে নির্বাচনি কাজে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন সেই জন্য অনুরোধ জানাবেন।

২০। **নির্বাচনি মালামাল চটের থলিতে সংরক্ষণ:** ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনি সামগ্রী বহনের জন্য নির্বাচন কমিশন হতে দুই প্রকারের চটের থলি সরবরাহ করা হবে। ছোট চটের থলিতে অফিসিয়াল সীলমোহর, মার্কিং সীল, ব্রাস সীল, ষ্ট্যাম্প প্যাড রাখতে হবে এবং বড় চটের থলিতে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ও নির্বাচনি কাগজপত্রাদি বিধি অনুযায়ী রাখতে হবে। সুতরাং প্রিজাইডিং অফিসারকে আপনি উক্তরূপ ছোট চটের থলিতে অফিসিয়াল সীলমোহর, মার্কিং সীল, ব্রাস সীল, ষ্ট্যাম্প প্যাড রাখতে এবং বড় চটের থলিতে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ও বিধিতে বর্ণিত নির্বাচনি কাগজপত্রাদি রাখার নির্দেশ দিবেন। বিধিমালার ৪০ বিধিতে বর্ণিত কাগজপত্রাদিপূর্ণ প্যাকেটসমূহ বড় চটের থলিতে সযত্নে সীলগালা করে রাখতে হবে। কারণ ৪০ বিধিতে বর্ণিত কাগজপত্রাদি নির্বাচনি মোকদ্দমা দায়ের হলে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের আদেশ ছাড়া কিংবা নির্বাচনি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খোলা যাবে না। ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলে ছোট চটের থলিতে রক্ষিত মনিহারী দ্রব্যাদি এমনভাবে পৃথক রাখতে হবে যে, যেন পরবর্তী কোন নির্বাচনে এই থলিতে পূর্ণ মনিহারী সামগ্রী ব্যবহার করা যায়।

২১। **স্থানীয়ভাবে ক্রয় করার জন্য নির্বাচনি সামগ্রী:** যে সমস্ত নির্বাচনি সামগ্রী স্থানীয়ভাবে আপনাকে ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করতে হবে তা পরিশিষ্ট-'ক' এর ৪র্থ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত নির্বাচনি সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে আপনাকে বরাদ্দ করা হবে। তবুও কোন ঘাটতি দেখা দিলে আপনি তা তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচন কমিশন হতে সংগ্রহ করবেন।

২২। **ইভিএম-এর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা :** নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে ইভিএমসমূহ জেলা পর্যায়ে নিতে হবে। জেলা পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সহযোগে ভোটকেন্দ্রে অন্যান্য মালামালের সাথে নিয়ে যেতে হবে। ইভিএম বিতরণ ও সরবরাহের সময় নির্বাচনি এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ নিরাপত্তা প্রদান করবেন। ইভিএমসহ অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ে যাতে ইভিএম এর গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২৩। **নির্বাচনি কাগজপত্রাদি ও ইভিএম নিরাপত্তা সহকারে সংরক্ষণ:** নির্বাচন শেষে সমস্ত নির্বাচনি কাগজপত্রাদি ও ইভিএম বিধি অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে। মাননীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনি কাগজপত্রাদি ও ইভিএম সংরক্ষণে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও রক্ষামূলক ব্যবস্থা (safety and protection) গ্রহণ করতে হবে।

২৪। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৯/১২/২০২০

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

সংলগ্নীঃ বর্ণনা মোতাবেক

বিতরণ: ....অফিসার
ও
রিটার্নিং অফিসার,................................পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৮.০১৩.২০-৫৮৩

তারিখঃ ০৬ পৌষ ১৪২৭ / ২১ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১০. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
১৫. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৬. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল
১৭. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২২. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৯/১২/২০২০

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
Email: sasemc1@gmail.com

পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের জন্য প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে যে সকল নির্বাচনি সামগ্রীর প্রয়োজন হবে তার তালিকা

১ম ভাগ–নির্বাচনি দ্রব্যাদি

(নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অথবা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত)

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচনের ক্ষেত্রে:

ক্রম	নির্বাচনি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
১	২	৩
(১)	সিলসহ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ০৫টি সিলসহ ০১টি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৫টি সিলসহ ০১টি অতিরিক্ত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স
(২)	ছবিসহ ভোটার তালিকা	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ০১ কপি
(৩)	অমোচনীয় কালির কলম	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ০১টি কলম এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ০২টি কলম
(৪)	রাবারের অফিসিয়াল সিল (কোড মার্ক বা গোপন চিহ্ন সম্বলিত)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ০১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ০২টি
(৫)	রাবারের মার্কিং সিল (ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য)	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ০২টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ০৫টি
(৬)	সিল গালা করার জন্য পিতলের সিলমোহর (ব্রাস সিল)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(৭)	স্ট্যাম্প প্যাড	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ০১টি এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য অতিরিক্ত ০২টি
(৮)	গালা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ২০০ গ্রাম ওজনের ০১ প্যাকেট
(৯)	চটের বড় থলি (ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনি সামগ্রী বহনের জন্য)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১০)	চটের ছোট থলি (অফিসিয়াল সিল, মার্কিং সিল, পিতলের সিল, স্ট্যাম্প প্যাড, অমোচনীয় কালির কমল/কালি ইত্যাদি ভর্তি করে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট আলাদাভাবে ফেরত প্রদানের জন্য)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি

ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত:

ক্রম	নির্বাচনি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
১	ইভিএম কন্ট্রোল ইউনিট	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ১টি অতিরিক্ত (বর্তমানে কেন্দ্র প্রতি ২-৩টি দেওয়া হচ্ছে)।
২	ব্যাটারি (কন্ট্রোল ইউনিট)	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং অতিরিক্ত ১টি সহ মোট ২টি
৩	পাওয়ার অ্যাড্যাপ্টর/চার্জার	প্রতিটি ভোটকক্ষের কন্ট্রোল ইউনিট ও মনিটর অনুযায়ী
৪	ব্যালট ইউনিট	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ৩টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি অতিরিক্ত ২টি
৫	মনিটর	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ১টি অতিরিক্ত
৬	ব্যাটারি (মনিটর)	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ২টি অতিরিক্ত
৭	ক্যাবল (কন্ট্রোল ইউনিট হতে প্রথম ব্যালট ইউনিটের সাথে সংযোগের জন্য)	৫ (পাঁচ) মিটার, প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ৪টি করে
৮	ক্যাবল (প্রথম ব্যালট ইউনিট –দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যালট ইউনিট সংযোগ)	১ (এক) মিটার, প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ৪টি করে
৯	HDMI ক্যাবল (কন্ট্রোর ইউনিট মনিটর সংযোগ)	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ১টি অতিরিক্ত
১০	অডিট কার্ড	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি করে
১১	পোলিং কার্ড	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে
১২	এসডি কার্ড	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে
১৩	মেমব্রেইন ক্লিনার	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ২টি
১৪	থার্মাল পেপার	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১ রোল
১৫	মাল্টিপ্লাগ	প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১টি করে এবং কেন্দ্র প্রতি ১টি অতিরিক্ত

২য় ভাগ—ফরমসমূহ

(নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত)

ক্রমিক নং	ফরম নম্বর	বিষয়	পরিমাণ
১	২	৩	৪
১)	ফরম-ক	মেয়র পদের মনোনয়নপত্র	প্রতি পৌরসভার জন্য ৫০টি করে
২)	ফরম ক-১	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদের মনোনয়নপত্র	প্রতি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ৩০টি করে
৩)	ফরম ক-২	সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের মনোনয়নপত্র	প্রতি ওয়ার্ডে ৩০টি করে
৪)	ফরম-খ	জামানত বহি	প্রতি পৌরসভার জন্য ০১টি করে
৫)	ফরম-ছ	মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপার	প্রতি ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার তত সংখ্যক ব্যালট পেপার
৬)	ফরম ছ-১	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপার	প্রতি ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার তত সংখ্যক ব্যালট পেপার
৭)	ফরম ছ-২	সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপার	প্রতি ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার তত সংখ্যক ব্যালট পেপার
৮)	ফরম-জ	নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগ পত্র	প্রতি পৌরসভায় ৩৫০টি করে (প্রতি নির্বাচনি এজেন্টের জন্য ০২টি করে)
৯)	ফরম-জ-১	পোলিং এজেন্ট নিয়োগ পত্র	প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ৩০টি করে
১০)	ফরম-জ-২	পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতির বিবরণী	প্রতি ভোটকক্ষে ০২টি করে
১১)	ফরম-ঝ	ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের হিসাব	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৫টি
১২)	ফরম-ট	মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১০টি করে
১৩)	ফরম-ট-১	সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১০টি করে
১৪)	ফরম-ট-২	সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১০টি করে
১৫)	ফরম-ঢ	অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও ব্যয়ের সম্ভাব্য খাতসমূহের বিবরণী	প্রতি পৌরসভার জন্য ১৭৫টি করে
১৬)	ফরম-ণ	প্রার্থীদের সম্পত্তি ও দায় দেনা এবং আর্থিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন	প্রতি পৌরসভার জন্য ১৭৫টি করে
১৭)	ফরম-ত	প্রার্থী স্বয়ং নির্বাচনি এজেন্ট হলে প্রার্থীর হলফনামা	প্রতি পৌরসভার জন্য ১৭৫টি করে
১৮)	ফরম ত-১	নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করলে প্রার্থীর হলফনামা	প্রতি পৌরসভার জন্য ১৭৫টি করে
১৯)	ফরম ত-২	নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা	প্রতি পৌরসভার জন্য ১৭৫টি করে
২০)	ফরম-থ	রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী	প্রতি রাজনৈতিক দলের জন্য ০১টি করে
২১)	ফরম-১	ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির প্রত্যয়নপত্র	প্রয়োজন অনুসারে
২২)	ফরম-২	প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুঝাইয়া দেওয়ার রেকর্ড	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ০১টি করে অথবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত
২৩)	ফরম-৩	ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়নপত্র	প্রতি ভোটকক্ষে ০১টি করে অথবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত

বিঃদ্রঃ কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিবরণী ফরম-ঞ, ঞ-১ ও ঞ-২ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসহ কম্পিউটারে (বিধিমালায় উল্লিখিত নমুনানুসরে) প্রস্তুত করে প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরবরাহ করতে হবে (প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী +৮কপি)। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বিবরণী ফরম-গ, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা ফরম-ঘ, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর বিবরণী ফরম-ঙ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা ফরম-চ, ফলাফলের একীভূত বিবরণী ফরম ঠ, ঠ-১ ও ঠ-২ এবং নির্বাচিত ঘোষিত প্রার্থীগণের তালিকা ফরম-ড রিটার্নিং অফিসার-কে কম্পিউটারে বিধিমালার তফসিল ১ –এ বর্ণিত নমুনা অনুসারে প্রস্তুত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ফরম-গ, ঘ, ঙ, চ, ঞ, ঞ-১, ঞ-২, ঠ, ঠ-১, ঠ-২ ও ড সরবরাহ করা হবে না। এ সকল ফরম রিটার্নিং অফিসার নিজ কার্যালয়ে কম্পিউটারে প্রস্তুত করে নিবেন এবং সরবরাহ করবেন। পোলিং এজেন্টদের নিয়োগপত্র ফরম-জ-১ এর কপি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে লিখিতভাবে প্রদান করে উক্ত ফরমে প্রিজাইডিং অফিসার বরাবরে দাখিলের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

৩য় ভাগ-প্যাকেটসমূহ
(নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত)

ক্রমিক নং	প্যাকেট নম্বর	বিষয়	পরিমাণ
১	২	৩	৪
১	প্যাকেট-১	প্রার্থী ভিত্তিক বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ৩০টি (প্রার্থী ভিত্তিক ০১টি প্যাকেট)
২	প্যাকেট-২	প্রার্থী ভিত্তিক বৈধ ও অবৈধ ব্যালট পেপার রাখার প্রধান প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১৫টি (পদভিত্তিক ০৫ টি)
৩	প্যাকেট-৩	অবৈধ (বাতিল) ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি
৪	প্যাকেট-৪	বিনষ্ট বা বাতিলকৃত ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৩টি
৫	প্যাকেট-৫	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৩টি
৬	প্যাকেট-৬	অব্যবহৃত ও আংশিক ব্যবহৃত ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৪টি
৭	প্যাকেট-৭	ভোট গণনার হিসাব বিবরণী (ফরম-ঞ, ঞ-১, ঞ-২) রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি
৮	প্যাকেট-৮	ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী (ফরম-ট-১ ফরম-ট-২) রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০৬টি
৯	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকা রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি
১০	প্যাকেট-১০	অফিসিয়াল সরকারি সিলমোহর, ভোট মার্কিং সিল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখার প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি
১১	বিশেষ খাম	ফলাফল বিবরণী রাখার জন্য প্যাকেট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০২টি

৪র্থ ভাগ—মনিহারি দ্রব্যাদি
(স্থানীয়ভাবে ক্রয় বা সংগ্রহকৃত)

ক্রম	মনিহারি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
১	২	৩
(১)	বল পয়েন্ট কলম	ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কাজে নিয়োজিত প্রতি অফিসারের জন্য ০১টি
(২)	সাদা কাগজ	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য আধা দিস্তা
(৩)	কার্বন কাগজ	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১০ শিট
(৪)	ছুরি	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(৫)	সুঁই (বড় সাইজ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(৬)	সূতা	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ছোট ০১ বল
(৭)	মোমবাতি (বড় সাইজ)	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ছয়টির ০১ প্যাকেট
(৮)	দিয়াশলাই	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(৯)	আলপিন	প্রয়োজন অনুসারে
(১০)	গামপট	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১ পট
(১১)	স্ট্যাম্প প্যাডের কালির বোতল	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১ পট
(১২)	লোহা/প্লাস্টিক/বাঁশের পাত (মুড়িপত্র হতে ব্যালট পেপার পৃথক করার জন্য)।	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি
(১৩)	দেওয়ালপত্র (প্ল্যাকার্ড) (ক) ''প্রবেশ'', ''বাহির'' (খ) ''ভোটকক্ষ নং .... (পুরুষ)'' (গ) ''ভোটকক্ষ নং .... (মহিলা)'' (ঘ) ''প্রিজাইডিং অফিসার'' ''সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার'' ''পোলিং অফিসার'', ''পোলিং এজেন্ট''	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন অনুসারে
(১৪)	গ্লু/সুপার গ্লু	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১টি

ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রয়োজন

ক্রম	মনিহারি দ্রব্যাদি	পরিমাণ
১	২	৩
১.	চার্জেবল লাইট	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি করে
২.	স্ট্যাপলার	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি করে
৩.	স্ট্যাপলার পিন	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১ প্যাকেট
৪.	টিস্যু পেপার	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১ প্যাকেট
৫.	ছোট মখমলের কাপড়	প্রতি ভোট কক্ষের জন্য ০১টি
৬.	স্ক্রু ড্রাইভার	প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ০১টি করে

৫ম ভাগ–আসবাবপত্র

(ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যে সকল আসবাবপত্র থাকতে হবে)

ক্রমিক নং	আসবাবপত্র	পরিমাণ
১	২	৩
১	টেবিল	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন অনুসারে
২	চেয়ার	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন অনুসারে
৩	বেঞ্চ	প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন অনুসারে

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে উপকক্ষে(গোপন কক্ষ) গোপনে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করবেন তা চট, চাদর, কাপড় বা চাটাই দ্বারা তৈরী করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে ব্ল্যাক বোর্ড বা পার্টিশন দ্বারা মার্কিং প্লেস (গোপন কক্ষ) তৈরি করা যাবে না। এ ব্যাপারে শুধু এটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার সময় কেউ যেন দেখতে না পায়। অর্থাৎ যাতে ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় থাকে। গোপনে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার স্থানের অর্থাৎ গোপন উপকক্ষের আশে পাশে কোন জানালা ভগ্ন বা উন্মুক্ত থাকলে কিংবা কোন দেওয়াল/বেড়া ভগ্ন থাকলে তা ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের পূর্বেই বন্ধ করে দিতে হবে।